লোককথা

লোককথা কাকে বলে ?

লোকসংস্কৃতির অন্যতম জনপ্রিয় আঙ্গিক লোককথার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কার্ল উইলিয়াম ও ক্যারল লিব্রাউন বলেছেন যে, মানুষের জীবন ও কল্পনার সংমিশ্রণে যে সব গল্পগাথা গড়ে উঠেছে সেগুলি হল লোককথা।

গোষ্ঠীজীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই লোকসমাজে লোককথার সৃষ্টি হয়েছে, লোককথা হল একধরনের কাল্পনিক সেগুলি অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনার অনুসরণে গড়ে ওঠে। লোককথায় ঐতিহ্যবাহী লৌকিক সাহিত্যের প্রতিফলন ঘটে যার দ্বারা প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। অতীত থেকেই মুখে মুখে বংশপরম্পরায় লোককথাগুলি প্রচার হয়ে আসছে, বরুণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষে বলা হয়েছে' পুরুষ পারম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বলা হয়'

লোককথার বৈশিষ্ট্য :

(1) লোক-ঐতিহ্য - বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অতীত ঐতিহ্যের ধারক লোককথা

(2) ঘটনার প্রাধান্য - লোককথাগুলিতে ঘটনার দুধরনের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়,

ক) ঘটনার সূচনা- সমস্যা - চরম মুহূর্ত - সংকট থেকে উত্তরণ এবং শেষে মিলন।

খ) মূল চরিত্রের গৃহত্যাগ - বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন - নিজ গৃহকোণে প্রত্যাবর্তন।

(3) কেন্দ্রে থাকে মানুষ - সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়, অনেকসময় রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়,

(4) শ্রুতিভিত্তিক - এটি মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত, সাক্ষর বা নিরক্ষর উভয় শ্রেণীর মানুষই এই লোককথার কথক, এটি বংশ পরম্পরায় প্রচারিত। আবার, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলেও প্রচারিত হয়,

(5) কাল্পনিকতা - লোককথায় কল্পনার অবারিত দ্বার, সেখানে জিনি- ভূত - পরী সবার অবাধ বিচরণ,

⑥ রূপকধর্মিতা – লোককথার কাহিনীর মধ্যে বহিঃজৌবের অন্তরালে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা চাওয়া-পাওয়া লুকিয়ে থাকে।

⑦ সর্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা – ~~[illegible]~~ লোককথা কোনো ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এমনকি বয়সের গন্ডীও মানে না।

⑧ অনির্দিষ্ট স্থান কাল পাত্র – লোককথায় কোনো সুনির্দিষ্ট দেশ-কাল বা পাত্রের উল্লেখ থাকে না।

⑨ গদ্য সাহিত্য – লোককথা লোকসাহিত্যের একমাত্র শাখা যা গদ্যে রচিত।

⑩ লোককথার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার অকৃত্রিমতা ও সরলতা।

⑪ একাধিক লোককথার বহু পাঠান্তর সহজলভ্য।

<u>লোককথার গুরুত্ব</u> :–

① সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় দানে – বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে গড়ে ওঠা লোককথাগুলি সেই দেশের ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।

② অতীত ইতিহাসের ধারণাদানে – বহুযুগ আগের কোনো জনগোষ্ঠীর বিস্মৃত ইতিহাসের পুনর্গঠনে খুঁজে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সহায়ক হিসেবে কাজ করে লোককথা, তাই লোককথাকে বলা হয় এক জীবন্ত ও অবিনশ্বর জীবাশ্ম।

③ মনোরঞ্জন ও শিক্ষাদানে – পাঠককে আনন্দদান করে শুধু তাই নয়, পরোক্ষভাবে নীতিশিক্ষাও দেয়।